ভোরের কাগজ

70

তারিখ ... ... JUL 30 2000
পৃঃ 70 কলাম ... 2 ...

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনাসংবলিত বিষয় অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ

কাগজ প্রতিবেদক : সরকার সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং চেতনাসংবলিত বিষয় অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ২০ জুলাই শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কমিটি সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ তথ্যাদি পর্যলোচনা করবে এবং এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসংবলিত বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে। কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

কমিটির সদস্যরা হলেন- ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এ এফ সালাউদ্দিন আহমদ, দর্শন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন ড. ইমরান হোসেন, দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। কমিটির সদস্য সচিব হলেন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মুহম্মদ শফিউল আলম।

এদিকে এনসিটিবির চেয়ারম্যান কফিলউদ্দিন আহাম্মদ ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, আগামী ২০০১ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের যে ৭৭টি বই পরিমার্জন ও সংশোধন হয়ে বাজারে আসবে তাতে উল্লিখিত কমিটির সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি জানিয়েছেন শিগগিরই যাতে কমিটি সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে এ জন্য তার বোর্ড কমিটিকে সব ধরনের সহায়তা দেবে।

প্রসঙ্গত, এনসিটিবির উদ্যোগে কুমিল্লার বার্ডে প্রায় পাঁচ শতাধিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সম্প্রতি মাধ্যমিক স্তরের সবগুলো বইয়ের (৭৭টি) যৌক্তিক মূল্যায়নের জন্য দেড় মাসের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে এনসিটিবি মাধ্যমিক স্তরের বই পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। গত ১০ জুলাই ভোরের কাগজে 'বদলে যাচ্ছে মাধ্যমিক স্তরের ৭৭টি বই' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক তাৎক্ষণিক এক নির্দেশে আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানোর জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যে নতুন বই ছাপার কাজ শেষ করতে বলেন।